

রূপান্তর
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Published by

porua.org

বেদ: সংহিতা ও উপনিষৎ

১

পিতা নোহসি

পিতা নো বোধি

নমস্তুহস্ত

মা মা হিংসীঃ।

—শুষ্কযজুর্বেদ, ৩৭. ২০

বিশ্বানি দেব সবিতদুরিতানি পরাসুব

যজুদ্রং তন্ন আসুব॥

—শুষ্কযজুর্বেদ, ৩০. ৩

নমঃ শম্বায় চ ময়োভবায় চ

নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥

—শুষ্কযজুর্বেদ, ১৬. ৪১

রূপান্তর

তুমি আমাদের পিতা,

তোমায় পিতা বলে যেন জানি,

তোমায় নত হয়ে যেন মানি,

তুমি কোরো না কোরো না রোষ

হে পিতা, হে দেব, দূর করে দাও

যত পাপ যত দোষ—

যাহা ভালো তাই দাও আমাদের

যাহাতে তোমার তোষ।

তোমা হতে সব সুখ হে পিতা,

তোমা হতে সব ভালো—

তোমাতেই সব সুখ হে পিতা,

তোমাতেই সব ভালো।

তুমিই ভালো হে, তুমিই ভালো,

সকল ভালোর সার—

তোমাতে নমস্কার হে পিতা,

তোমাতে নমস্কার!

দুই

যো দেবোহগ্নৌ যোহপ্সু

যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।

যা ওষধীষু যো বনস্পতিষু

তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

—শ্বেতাস্বতর উপনিষৎ, ২. ১৭

রূপান্তর

যিনি অগ্নিতে যিনি জলে,

যিনি সকল ভুবনতলে,

যিনি বৃক্ষে যিনি শস্যে,

তাঁহাৰে নমস্কাৰ—

তাঁৰে নমি নমি বার বার।

৩

ভূৰ্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুৰ্বৰেণ্যং

ভৰ্গো দেবস্য ধীমহি

ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

—শুষ্কযজুৰ্বেদ, ৩৬. ৩

ৰূপান্তৰ

যাঁ হতে বাহিৰে ছড়িয়ে পড়িছে

পৃথিবী আকাশ তারা,

যাঁ হতে আমার অন্তরে আসে

বুদ্ধি চেতনা ধারা—

তাঁরি পূজনীয় অসীম শক্তি

ধ্যান করি আমি লইয়া ভক্তি।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ২. ১. ১

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

—মুণ্ডক, ২. ২. ৭

শান্তং শিবমদ্বৈতম্।

—মাণ্ডুক্য, ৭

রূপান্তর

সত্য রূপেতে আছেন সকল ঠাই,
জ্ঞান রূপে তাঁর কিছু অগোচর নাই,
দেশে কালে তিনি অপ্রহীন অগম্য—

তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরম ব্রহ্ম।

তাঁরই আনন্দ দিকে দিকে দেশে দেশে
প্রকাশ পেতেছে কত রূপে কত বেশে—

তিনি প্রশান্ত, তিনি কল্যাণহেতু,

তিনি এক, তিনি সবার মিলনসেতু।

৫

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥
যাঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিষৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব ।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥
যস্যোমে হিমবন্তো মহিষা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাং ।
যস্যোমাঃ প্রদিশো যস্য বাহু কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥
যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দল্হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ ।
যো অত্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥
যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যেক্ষেতাং মনসা রেজমানে ।
যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥
মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান ।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

—ঋগ্বেদ, ১০. ১২১. ২-৬, ৯

রূপান্তর

আপনারে দেন যিনি,
সদা যিনি দিতেছেন বল,
বিশ্ব যাঁর পূজা করে,
পূজে যাঁরে দেবতা সকল,
অমৃত যাঁহার ছায়া,

যাঁর ছায়া মহান্ মরণ,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ!
যিনি মহামহিমায়
জগতের একমাত্র পতি,
দেহবান্ প্রাণবান্
সকলের একমাত্র গতি,
যেথা যত জীব আছে
বহিতেছে যাঁহার শাসন,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ!
এই-সব হিমবান্
শৈলমালা মহিমা যাঁহার,
মহিমা যাঁহার এই
নদী-সাথে মহাপারাবার,
দশ দিক যাঁর বাহ্
নিখিলেরে করিছে ধারণ,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ!
দ্যুলোক যাঁহাতে দীপ্ত,
যাঁর বলে দৃঢ় ধরাতল,

স্বর্গলোক সুরলোক

যাঁর মাঝে রয়েছে অটল,

শূন্য অন্তরীক্ষে যিনি

মেঘরাশি করেন সৃজন,

সেই কোন্ দেবতারে

হবি মোরা করি সমর্পণ!

দুলোক ভুলোক এই

যাঁর তেজে শুদ্ধ জ্যোতির্ময়

নিরন্তর যাঁর পানে

একমনে তাকাইয়া রয়,

যাঁর মাঝে সূর্য উঠি

কিরণ করিছে বিকিরণ,

সেই কোন্ দেবতারে

হবি মোরা করি সমর্পণ!

সত্যধর্মা দুলোকে

পৃথিবীর যিনি জনয়িতা,

মোদের বিনাশ তিনি

না করুন, না করুন পিতা!

যাঁর জলধারা সদা

আনন্দ করিছে বরিষণ,

সেই কোন্ দেবতারে

হবি মোরা করি সমর্পণ!

পাঠান্তর

আত্মদা বলদা যিনি; সর্ব বিশ্ব সকল দেবতা
বহিছে শাসন যাঁর; মৃত্যু ও অমৃত যাঁর ছায়া;

আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?

যিনি স্বীয় মহিমায় বিরাজেন একমাত্র রাজা
প্রাণবান্ জগতের, চতুষ্পদ দ্বিপদ প্রাণীর;

আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?

এই হিমবত্ত গিরি, নদীসহ এই অশ্বুনিধি
বিশাল মহিমা যাঁর; এই সর্ব দিক্ যাঁর বাহু;

আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?

যাঁর দ্বারা দীপ্ত এই দু্যলোক, পৃথিবী দৃঢ়তর;
যিনি স্থাপিলেন স্বর্গ, অন্তরীক্ষে রচিলেন মেঘ;

আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?

মহাশক্তি-প্রতিষ্ঠিত দীপ্যমান দু্যলোক ভূলোক
যাঁরে করে নিরীক্ষণ; সূর্য যাঁহে লভিছে প্রকাশ;

আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?

যিনি সত্যধর্মা, যিনি স্বর্গ পৃথিবীর জনয়িতা,
আমাদের না করুন নাশ! শ্রষ্টা যিনি মহাসমুদ্রের;

আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?

৬

যদেমি প্রস্ফুরণিব দৃতি ন ধ্মাতো অদ্রিবঃ।

মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়॥

ক্রস্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে।

মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়॥

অপাং মধ্যে তস্বিবাংসং তৃষণবিদজ্জরিতারম্।

মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়॥

—ঋগ্বেদ, ৭. ৮৯. ২-৪

রূপান্তর

যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই

চঞ্চল-অন্তর

তবে দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে,

দয়া কোরো ঈশ্বর।

ওহে অপাপপুরুষ, দীনহীন আমি

এসেছি পাপের কূলে—

প্রভু দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে,

দয়া করে লও তুলে।

আমি জলের মাঝারে বাস করি তবু

তৃষায় শুকায়ে মরি—

প্রভু দয়া কোরো হে, দয়া করে দাও

হৃদয় সুধায় ভরি॥

৭

যৎ কিং চেদং বরুণ দৈব্যে
জনেহভিদ্ৰোহং মনুষ্যাশ্চরামসি।
অচিন্তী যতব ধর্মা যুযোপিত
মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ॥

—ঋগ্বেদ, ৭. ৮৯. ৫

রূপান্তর

হে বরুণদেব,
মানুষ আমরা দেবতার কাছে
যদি থাকি পাপ ক'রে,
লঙ্ঘন করি তোমার ধর্ম
যদি অজ্ঞানঘোরে—
ক্ষমা করো তবে, ক্ষমা করো হে,
বিনাশ করো না মোরে।

৮

অপো সু ম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং
মৎসম্ভাডৃতা বোহনু মা গ্ভায়।
দামেব বৎসাদ্ধি মুমুগ্ধ্যংহো
নহি স্বদারে নিমিশশচনেশে॥
মা নো বধৈবরুণ যে ত ইষ্টা-
বেনঃ কৃৎস্তমসুর ভীণন্তি।
মা জ্যোতিষঃ প্রবসথানি গন্ম
বি ষু ম্ধঃ শিশ্রথো জীবসে নঃ॥
নমঃ পুরা তে বরুণোত নূনম্
উতাপরং তু বিজাত ব্রবাম।
ঐ হি কং পর্বতে শ্রিতান্য-
প্রচ্যুতানি দূলভ ব্রতানি॥
পর ঋণা সাবীরধ মৎকৃতানি
মাহং রাজন্ন্যকৃতেন ভোজম্।
আবুষ্ঠা ইন্মু ভূয়সীকৃষাস
আ নো জীবান্ বরুণ তাসু শাধি॥

—ঋগ্বেদ, ২. ২৮. ৬-৯

রূপান্তর